

উপনির্বাচনের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে না

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

আসন্ন উপ-নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে না। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সিভিকিটের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ভিসি প্রফেসর এম. মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের পন্থা সম্পর্কে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্র খোলা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-শিক্ষক সকলেই একমত পোষণ করেন যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ধরন ও চরিত্র রাজনৈতিক। একই সাথে সকলে এ মতও প্রকাশ করেন যে, যে কোন মূল্যে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে হবে।

সভায় বলা হয়, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনের যদিও মূল দায়িত্ব সরকার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর, তবু ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক দল এবং সমাজের অন্যান্য সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে এ সভায় আশা প্রকাশ করা হয়, কোন মহল আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে না। অপরদিকে, তেমনি রাজনৈতিক অংগন থেকে সকলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সন্ত্রাসী বা অস্ত্রধারী কারও ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিলে কোন দল তার পক্ষ সমর্থন করবে না। এছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলো ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও এ বিষয়ে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করবে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কতগুলি আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে।

সভায় হল পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে সম্মিলিতভাবে সন্ত্রাস দমনে আত্যন্তরীণ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

সভায় গত ৩০ জুলাই ভিসির সচিবের ও তাঁর অফিসের ভাংচুরের ঘটনা এবং দু'টি ছাত্রী হলে সন্ত্রাসীদের প্রবেশসহ সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলায়ে নিন্দা করা হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ একটি সন্ত্রাস বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলবেন বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরসনের জন্য যে সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে তা তাদের কাজ শীঘ্রই সমাধা করে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিবেন বলেও সভা আশা করে।